



132384 - কটে যদা রিকেরডকৃত রুকিয়া শুনতে এটা কী ঝাড়ফুক চাওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে?

প্রশ্ন

মোবাইল থেকে রুকিয়া শুনলে সে ব্যক্তি কি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যারা অন্যের কাছে ঝাড়ফুক চায় কিংবা যে ব্যক্তি কেবল রুকিয়াকারী (ঝাড়ফুককারী) ব্যক্তির কাছে যায় (সেও কি অন্তর্ভুক্ত হবে)। যহেতে হাদিসে এসেছে "আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বনি হসিাবে জান্নাতে প্রবেশে করবে। তারা হচ্ছে যারা কারো নিকট ঝাড়ফুক চায় না, যারা কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না, যারা গরম ছ্যাক দিয়ে চকিৎসা নিয়ে না; বরং আল্লাহর উপর ভরসা করে।"

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইমাম মুসলিম ইমরান বনি হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:
"আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বনি হসিাবে জান্নাতে প্রবেশে করবে। তারা হচ্ছে যারা কারো নিকট ঝাড়ফুক চায় না, যারা কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না, যারা গরম ছ্যাক দিয়ে চকিৎসা নিয়ে না; বরং আল্লাহর উপর ভরসা করে।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সহহি মুসলিমের (২২০) নং হাদিসে এসেছে: "ঝাড়ফুক করে না"। আলমেগণ এ ভাষ্যের ব্যাপারে হুকুম দিয়েছেন যে, এটি বর্ণনাকারীর ভুল। সঠিক হচ্ছে "ঝাড়ফুক চায় না"।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

তিনি বলেন যে, "তারা ঝাড়ফুক করে না" যদিও সহহি মুসলিমের কোন এক বর্ণনাত্রে এভাবে উদ্ধৃত আছে; তবে সেটি ভুল। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজাই ঝাড়ফুক করছেন এবং তিনি অন্যকো ঝাড়ফুক করছেন; কিন্তু তিনি কারো কাছ থেকে ঝাড়ফুক চাননি। কারণ ঝাড়ফুকপ্রার্থী: অন্যের কাছে দোয়াপ্রার্থী; পক্ষান্তরে ঝাড়ফুককারী অন্যের জন্য দোয়াকারী।"[ইকতিয়াউস সরিাতলি মুস্তাকীম (পৃষ্ঠা-৪৪৮) থেকে সমাপ্ত]

তিনি আরও বলেন:

"ঝাড়ফুককারী ও ঝাড়ফুকপ্রার্থীর মধ্যে পার্থক্য হল: ঝাড়ফুকপ্রার্থী: প্রার্থী, যাচনাকারী, তার অন্তর গায়রুল্লাহমুখী।



আর ঝাড়ফুক্কারী: অনুগ্রহকারী, অন্যরে উপকারকারী।[সমাপ্ত][আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া
(১/১৮)]

সুতরাং এই সত্তর হাজার লোকেরে বশেষ্ট্য় হল: তারা কারো কাছেরে ঝাড়ফুক্ তলব করে না। কনেরা لَا يَسْتَرْفُونَ এর অর্থ হচ্ছেরে— তারা অন্যদেরে কাছেরে রুকিয়া (ঝাড়ফুক্) করা তলব করে না। পক্ষান্তরে, কডে যদি নিজেরে নিজেরে ঝাড়ফুক্ করে কথিবা অন্য কাউকে ঝাড়ফুক্ করে: এতেরে অপছন্দনীয় কচ্ছিরে নহে।

দুই:

ক্যাসডে, মোবাইল কথিবা অন্য কোন যন্ত্রেরে মাধ্যমেরে রুকিয়া শুনলেরে আমাদেরে মনোনীত অভিমিত হচ্ছেরে— এটি ঝাড়ফুক্ চাওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবেরে না।

এ পদ্ধততেরে রুকিয়া শুনটা ইনশা আল্লাহ্উপকারী। এর মাধ্যমেরে অনেক মানুষ উপকার পয়েরেছেরে। যদিও বশেষ্ট্য় হচ্ছেরে ব্যক্ত নিজেরে কুরআন পড়া কথিবা অন্য কডে তাকেরে পড়েরে শুনানেরে।

শাইখ বনি বায (রহঃ) ফতওয়ারে দয়েরেছেরে যেরে, রডেও থকেরে সুরা বাক্বারা পড়া হলেরে এটি বাড়ী থকেরে শয়তানকে তাড়াবেরে।

[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (২৪/৪১৩)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।